দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 24 APR 1997
পৃঃ ১ কলাম ১

ঢাকা ভার্সিটির তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেশ

ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসীদের বহিষ্কার ও ডাকসু নির্বাচনের সুপারিশ

মুজতবা খন্দকার ঃ গত মার্চে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আরিফ হোসেন তাজ এবং অপর ৪ জন আহত হবার ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি বুধবার তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রতিবেদনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে সকল সন্ত্রাসী বহিষ্কার ও অবিলম্বে 'ডাকসু' নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচিত 'ডাকসু' নেতাদের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করা হয়েছে। খবর সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্রের।

বুধবার কমিটির আহ্বায়ক ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরীর নিকট এই তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন।

তদন্ত প্রতিবেদনে আরো যেসকল বিষয় সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে–

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শৃঙ্খলা লংঘনকারী ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রক্টোরিয়াল আইন বাস্তবায়ন। ছাত্রদের লেমিনেটেড পরিচয়-পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত যেটা ইতিপূর্বে গৃহীত হয়েছিলো তার দ্রুত বাস্তবায়ন।

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

ক্যাম্পাস থেকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারপাশের পুলিশী চেক-পোষ্টগুলি বলবৎ করার সুপারিশ প্রতিবেদনে রয়েছে।

সূত্র জানান আগামী ২৮ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের পরবর্তী অধিবেশনে এই সুপারিশমালা নিয়ে আলোচনা হবে এবং তা অনুমোদন পেলে কর্তৃপক্ষ সুপারিশ যত শিঘ্র সম্ভব বাস্তবায়নে উদ্যোগী হবেন।

প্রতিবেদনে গত মার্চ মাসে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের অন্তঃকোন্দলে নিহত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের ছাত্র আরিফ হোসেন তাজ হত্যার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এমন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্রদল কর্মীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে একাডেমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কি সুপারিশ করা হয়েছে তা সিন্ডিকেটে অনুমোদনের আগে কোন মন্তব্য করতে রাজী হননি। তবে জনাব আজাদ চৌধুরী দৈনিক বাংলাকে বলেন, সুপারিশ সিন্ডিকেট অনুমোদিত হলেই তা বাস্তবায়নে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গত ১৩ মার্চ ও ১৫ মার্চ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দুই গ্রুপের মধ্যে দুইদফা সংঘর্ষে একজন ছাত্র নিহত ও ৪ জন আহত হবার পর এই তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট সদস্য ব্যারিষ্টার মঈনুল হোসেনকে আহ্বায়ক করে প্রথমে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। পরবর্তী সময় কমিটির তদন্ত কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য আরও দুইজন শিক্ষককে এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ডঃ একেএম নুরুন্নবী, সদস্যরা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর মোস্তফা চৌধুরী, কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম এবং প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান।

উল্লেখ্য, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর নতুন ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবুল কালাম আজাদ চৌধুরীর প্রশাসন গত ৮ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটির সবগুলোর রিপোর্টই প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই নিয়ে নতুন ভিসির ৮ মাসে মোট গঠিত ৪টি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সবগুলি প্রকাশিত হলো। অথচ স্বাধীনতার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৫৫টি খুন হবার পরে গঠিত হয় ২১৩টি তদন্ত কমিটি। কিন্তু কোন কমিটির একটি প্রতিবেদনও কখনো সূর্যের আলো দেখেনি। যার ফলে এর সঙ্গে দোষীদের সনাক্ত ও বিচার সম্ভব হয়নি।